মেহেরপুরে জামায়াত কর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার গহরপুর গ্রামে মহিলা জামায়াতের নেত্রীদের ওপর হামলার অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে জামাত ইসলাম।

আজ শনিবার বিকালে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য রাখেন জেলা জামাতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন।

তিনি বলেন, বিএনপি কর্মী আলিহিম ৭ দিন পূর্বে হুমকি দিয়ে বলেন এলাকায় কোন মহিলা জামায়াত নেত্রী ভোট চাইতে পারবেনা। ভোট চাইলে তাদের ঠ্যাং ভেঙ্গে দেওয়া হবে। চোরের অপবাদ দিয়ে পেটানো হবে। কোন মহিলাকে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হবেনা। সাধারণ মানুষ যারা জামায়াত সমর্থক তাদের বিভিন্নভাবে ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। ভোট কেন্দ্রে যাইতে দেবেনা। তার জের ধরে শনিবার সকাল ১১টার দিকে গহরপুর গ্রামে মহিলা জামায়াতের নেতা কর্মীরা নির্বাচনী কাজে গেলে আলিহিম ও হায়দারের নেতৃত্বে ৭-৮ জনের সন্ত্রাসীরা মহিলাদের উপর হামলা করে ও গালিগালাজ করে। এক পর্যায়ে কুরআন দিয়ে শপথ করাচ্ছে এমন মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে তাদের হাসুয়া দেখিয়ে জোর পূর্বক একটি বাড়িতে আটকিয়ে জিম্মি করে রাখে।

রুহুল আমিন আরো বলেন, মহিলাদের উপর হামলা ও জিম্মি করে রাখার খবর পেয়ে তাদের উদ্ধারের জন্য স্থানীয় জামায়াত কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌছালে আলিহিম ও হায়দারসহ ৭-৮ জনের সন্ত্রাসী টিম জামায়াত কর্মীদের উপরে হামলা করে। এতে আনছারুল, আশরাফুল ও সোহেল রানা নামের তিনজন জামায়াত কর্মী আহত হয়।

হামলার খবর শুনে জামায়াতের নির্বাচনী টহল টিম ঘটনাস্থলে পৌছলে তাদের উপরও হামলা করে এবং তাদের ২ জনকে আহত করে।

প্রশাসনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, অবিলম্বে প্রকৃত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যাক্তিদের আইনের আওতায় নিয়ে

বিচার করতে হবে ও নির্বাচনী লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে, অন্যথায় কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার জন্য প্রশাসন দায়ী থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, নির্বাচন সচিব আব্দুর রহমান ও তার সেক্রেটারি খাইরুল বাশার, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ‘সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব প্রতিরোধ’ শীর্ষক আলোচনা সভা

মেহেরপুরে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব প্রতিরোধ শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে দৈনিক কালের কণ্ঠ পত্রিকার জেলা প্রতিনিধির কার্যালয়ে বসুন্ধরা শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন সংগঠনের উপদেষ্টা ও কালের কন্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু, ইংরেজি লেখক ও গবেষক ও সংগঠনের সহ-সভাপতি এম এ বাসার, সদস্য সানোয়ার হোসেন, রফিকুল ইসলাম, সাকিব হাসান রুদ্র, মো. রাফি হাসান, ইয়াসির ইউসুফ ইমন, আরশাদ আওসাফ রাফি প্রমুখ।

আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে আমরা অনেক সুফল পাচ্ছি, কিন্তু ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তির এই সুযোগকে কাজে না লাগিয়ে আমরা অপব্যবহার বেশি করছি। যার ফলে সমাজে হিংসা- বিদ্বেষ এবং মানহানিকার ঘটনা ঘটছে।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমাদের এ সকল বিষয়গুলো ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে হবে। না বুঝে,না জেনে কোন কিছু শেয়ার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible], Computer Science & Engineering (CSE) [illegible] English Language & Communication Studies.

[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible]

আজিম অবসর গ্রহণের পর মহসিন আলী আঙ্গুরকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ঘনিষ্ঠ হিসেবে কাজ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়, নিজের স্বার্থ ও পদোন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি নিয়মনীতি উপেক্ষা করে সাবেক অধ্যক্ষ একরামুল আজিমকে প্রভাবিত করে কলেজের নাম পরিবর্তন করেন। এ সময় তাঁকে সাবেক মন্ত্রীর বিভিন্ন দলীয় ও নির্বাচনী সভা-সমাবেশে নিয়মিত উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। এমনকি নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে নৌকা প্রতীকের প্রচারণা ও মিছিলে সরাসরি অংশ নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে।

এছাড়াও কলেজের নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের নাম ব্যবহার করে প্রায় ৩০ লাখ টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে।

অভিযোগে আরও বলা হয়, কলেজকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাদের নিয়মিত আমন্ত্রণ জানিয়ে সংবর্ধনা, ক্রেস্ট প্রদান ও ভুরিভোজের আয়োজন করা হয়, যা কলেজের তহবিল থেকে ব্যয় করা হয়েছে।

এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজের ম্যানেজিং কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে মহসিন আলী আঙ্গুরকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদ থেকে অপসারণ করে এবং সহকারী অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মহসিন আলী আঙ্গুরের অপসারণপত্র অনুমোদন ও কার্যকর করে মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজ কর্তৃপক্ষকে আনুষ্ঠানিক চিঠি প্রদান করেছে।

এ বিষয়ে সাবেক অধ্যক্ষ মহসিন আলী আঙ্গুর বলেন, ক্ষমতার বলে এইসব অভিযোগ এনে আমাকে অপসারণ করানো হয়েছে।

এ দেশে আবারও নতুন করে কোন স্বৈরাচার তৈরীর পটভূমি তৈরি হতে দেব না

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেছেন, আজকে আমরা দায় ও দরদের রাজনীতি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। এই দায় হচ্ছে আমাদের এমন একটি নতুন পথের দিশা জাতিকে দিতে হবে যেখানে আর কখনো আমাদের দেশে নতুন কোন স্বৈরাচার তৈরীর পটভূমি তৈরি হতে দেব না।

যেহেতু আমাদের রাজনীতিকে জবাবদিহিতার রাজনীতি করতে হবে আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে জবাবদিহিতা মূলক করতে হবে সরকারকে জবাবদিহিতা করতে হবে যার জন্য আমাদের ম্যানিফেস্ট দরকার যে ম্যানিফেস্ট সাধারণ মানুষের ম্যানিফেস্ট। সেজন্য আমাদের প্রধান উপদেষ্টা দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন বলেছেন কেন গণভোট দরকার।

তিনি আরো বলেন, গণভোট বিশ্বের যেসব দেশে স্থিতিশীলতা আছে জবাবদিহিতা আছে গণতন্ত্র আছে সেসব দেশে আমরা দেখেছি রেফারেনডম এর মাধ্যমে সংবিধান তৈরি করা হয় পরিবর্তন করা হয়। বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের সংবিধানের কোন রেফারেনডম নাই আবার অন্যদিকে সংবিধানের জন্য গণপরিষদ করা হয়। এই গণপরিষদের বিতর্কে ১৯৭২ সালে এই বিষয়গুলো আলোচনায় এসেছিল ক্ষমতার ভারসাম্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা এ তিনটি বিষয় সেখানে ওভারকাম করা হয়েছিল।

আজ শুক্রবারে বেলা সাড়ে ৩টায় ড. শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে অনুষ্ঠিত উদ্বুদ্ধকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এসকল কথা বলেন।

তিনি আরোও বলেন, আমরা দেখেছি ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী এত ক্ষমতায়িত যে ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী কেবিনেটের মন্ত্রিপরিষদের নেতা ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী কার্যত আদালতের নেতা। ফলে ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রীর যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাই সবকিছু । এখানে দুর্নীতি দমন কমিশন কাজ করতে

পারেনা বাংলাদেশ পুলিশ কাজ করতে পারে না এখানে বিচারালয় কাজ করতে পারে না । ফলে আমরা দেখে এ রাষ্ট্র অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে পরিণত হয়েছে আর অকার্যকর রাষ্ট্র তার ক্ষমতার অপব্যবহার করার জন্য সাংস্কৃতিক একটা ফ্যাসিবাদ চালু করে দেয় ফলে একদিকে বিরামহীন ক্ষমতা অপরদিকে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ এই দুইয়ের সদস্যে আমরা দেখেছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী গুলো পরপর স্বৈরাচার হয়ে উঠেছে এবং এই স্বৈরাচারের ফলে আমাদের এখানে গুম খুন হয়েছে এবং বিচার বহিরভূত হত্যার মহামরি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী চাইলেই যে কাউকে যখন তখন হত্তার নির্দেশ দিতে পারে রাষ্ট্রপতি চাইলেই ফাঁসির দন্ডপ্রাপ্ত আসামীকে মুক্ত করে দিতে পারে। রাষ্ট্রপতি চাইলেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারে প্রধানমন্ত্রী চাইলেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারি ফলে রাষ্ট্র কোন ভাবে কাজ করছে না।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) মনির হায়দার, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ.কে.এম নজরুল কবির ও নির্বাচন অফিসার মো: এনামুল হক।

এছাড়াও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনীর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা উদযাপন

মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজা উদযাপন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা

বিদ্যালয়, সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজসহ জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ উপলক্ষে পূজা ও ‘বাণী অর্চনা’ অনুষ্ঠিত হয়।

“আরো আলো আরো আলো, এই নয়নে প্রভু ঢালো” এই উক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিদ্যার দেবীর কাছে জ্ঞান ও আলোর প্রার্থনা জানান।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠশালায় প্রতি মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ধোয়া চৌকির ওপর তালপাতার তাড়ি ও দোয়াত-কলম রেখে পূজা করার প্রথা ছিল। গ্রামাঞ্চলে এই প্রথা বিংশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। ‘সরস্বতী’ শব্দের অর্থ জনবতী বা নদী অনেক পণ্ডিতের মতে দেবী সরস্বতী প্রথমে ছিলেন নদী, পরে তিনি জ্ঞান ও চেতনার দেবী হিসেবে পূজিত হন। মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে তাঁর পূজা হয়, যা বসন্তপঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী নামেও পরিচিত।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে সরস্বতী পূজার উদ্বোধন করেন, কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুপালি বিশ্বাস, শিক্ষার্থী পল্লবী কুন্ডু, ঐতিহ্য সাকারি ও অনিন্দিতা সরকার।

জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আনন্দঘন পরিবেশে দিনব্যাপী পূজা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন সম্পন্ন হয়।

মেহেরপুরের গাড়াবাড়ীয়াতে জমি দখলে বাঁধা দেওয়ায় প্রতিপক্ষের হামলায় আহত ৪, ট্রাক্টরে

অগ্নিসংযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের গাড়াবাড়ীয়া হলদিপাড়া গ্রামে জমি দখলকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায় চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার কুয়ারপাড় মাঠে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন— গাড়াবাড়ীয়া হলদে পাড়ার মৃত লালচাঁদের ছেলে জিয়ারুল ইসলাম (৪৫), গাড়াবাড়ীয়া হাটপাড়ার কালামের ছেলে চঞ্চল আলী (৩৩), নজরুলের জামিরুল ইসলাম (৪০) ও হাসিবুল ইসলাম (৪৮)।

আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের মধ্যে জিয়ারুল ও চঞ্চলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

এলাকাবাসী ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা সিহাব আলীর দাদা অবিশ্বিস আলী প্রায় ৪০ বছর আগে ওই ৪ বিঘা জমি আহতদের দাদার কাছে বিক্রি করেছিলেন। তবে সম্প্রতি সিহাব আলী ওই জমির মালিকানা দাবি করে আসছিলেন।

ঘটনার সময় দুপুরে সিহাব তাঁর দলবল নিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ ওই জমি দখল করতে যান। এ সময় স্থানীয়রা বাধা দিলে সিহাবের লোকজন তাঁদের ওপর হামলা চালায়। এতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে চারজন জখম হন।এদিকে হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। একপর্যায়ে সিহাব আলীর একটি ট্রাক্টরে আগুন ধরিয়ে দেয় বিক্ষুব্ধ জনতা।

এছাড়া সিহাবের ছোট ভাই প্রবাসী সাহেব আলীর ছেলে সাব্বির আহমেদকে পাশের সহগলপুর গ্রাম থেকে আটকে রাখা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

গাংনী থানা-পুলিশ জানায়, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পুলিশ বিক্ষুব্ধ জনতার হাত থেকে সাব্বিরকে উদ্ধার করে থানা হেফাজতে নিয়েছে। এলাকায় পুলিশ, বিজিবি, র্যাব মোতায়েন রয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার রায় বলেন, উত্তেজিত গ্রামবাসী সাব্বির হোসেন নামের এক তরুণকে আটকে

রেখেছিল, তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে। এলাকায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। অভিযুক্তদের আটকের জন্য পুলিশের অভিযান চলছে।

মেহেরপুরে আলোচিত গৃহবধূ হত্যার ঘটনায় আটক ৩

মেহেরপুর শহরে চাঞ্চল্যকর গৃহবধূ টগর খাতুন হত্যার ঘটনায় সরাসরি জড়িত তিন শিশুকে আটক করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় হত্যার ব্যবহৃত বস্তা, রশি ও নিহত টগর খাতুন এর গহনা ও গহনা বিক্রির টাকা উদ্ধার করে পুলিশ।

হত্যার সাথে জড়িত আটকৃতরা হলেন শহরের কাশ্যবপাড়ার আনারুলের ছেলে নাসিম হায়দার শীতল (১৭) একই এলাকার রসুল ঘরামির ছেলে নাজমুল হাসান তানভীর (১৭) ও সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের জহিরুল ইসলামের ছেলে আসিব হোসেন ওমর (১৫)।

পুলিশ বলছে হত্যাকারী শীতলের কাছে পাওনা ৩০ হাজার টাকা চাইলে শীতল টাকা ফেরত না দিয়ে প্রতিবেশী ভাবী টগর খাতুন কে নিজ বাসায় ডেকে এনে হত্যা করে লাশ গুম করে।

গত ৬ জানুয়ারি বিকালে ক্যাশব পাড়ার পরিত্যক্ত একটি জমি থেকে টগর খাতুন নামের এক গৃহবধূর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। নিহত টগর খাতুন গত ৩০ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। পরে সদর থানায় একটি সাধারন ডাইরি করেন তার পরিবার।

মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবির হত্যার ঘটনায় তিনজন কে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, গত ৩০ ডিসেম্বর রাতে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শীতল তার বন্ধু অমর কে দিয়ে প্রতিবেশী ভাবি টগর খাতুন কে নিজ বাসায় ডেকে নিয়ে আসেন।

এসময় আগে থেকেই আরেক বন্ধু তানভীর শীতলের বাসভবনে অবস্থান করে। টগর বাসায় প্রবেশ করলে শীতল ও তানভীর একটি রশি দিয়ে টগর খাতুনের

গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করে।

পরে লাশ গুম করার জন্য প্লাস্টিকের বস্তায় নিহত টগরকে ভরে বাসার ছাদে নিয়ে গিয়ে পাশের পরিত্যক্ত জমিতে ছাদ থেকে ফেলে দেয়। হত্যার পর শীতল ও তানভীর নিহত টগর খাতুনের শরীরে থাকা গহনা খুলে শহরের স্বর্ণপট্রিতে একটা দোকানে দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রি করে।

ঘটনার দিন বিকেলে স্থানীয়রা একটি লাশ পড়ে থাকে দেখে পুলিশ কে খবর দিলে সদর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে মর্গে প্রেরণ করে।

ঘটনার পর নিহত টগর খাতুনের স্বামী সেন্টু হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাত নামা কয়েকজন কে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্ত ভার গ্রহণ করেন থানার ওসি হুমায়ুন কবীর। পুলিশের একাধিক টিম তদন্ত শুরু করেন এবং তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় বৃহস্পতিবার রাতে শীতল, তানভীর ও ওমর কে আটক করে কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ করলে হত্যার কথা স্বীকার করেন।

পরে পুলিশ আটক আসামিদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণালংকার, লাশ গুমের বস্তা, রশি ও স্বর্ণলঙ্কার বিক্রি নগদ টাকা উদ্ধার করেন।

আজ শুক্রবার বিকাল চারটার দিকে আটক আসামিদের মেহেরপুর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী নিয়ে কারাগারে পাঠিয়েছেন বলে ওসি নিশ্চিত করেন।

মেহেরপুরে ধানের শীষের প্রচারণার দায়িত্ব পেলেন ছাত্রদল নেতা হিমেল ও মান্না

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুনের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালনার জন্য

বিশেষ সাংগঠনিক দায়িত্ব পেয়েছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ হুমায়ন কবির হিমেল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এর ছাত্রদল নেতা মো: মোস্তাফিজুর শেখ মান্না। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ তাদের এই দায়িত্ব প্রদান করেছে।

রাজপথের পরীক্ষিত যোদ্ধা মোঃ হুমায়ন কবির হিমেল ২০২২ সাল থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বিগত আন্দোলনগুলোতে তার সাহসী ভূমিকা দলের ভেতর ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে পুলিশের গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হন। এছাড়া ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে পুলিশের হামলায় তার হাত ও পা ভেঙে যায়।

তৃণমূলকে সুসংগঠিত করার অঙ্গীকার- নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর হিমেল ও মান্না তাদের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, “কেন্দ্রীয় সংসদ আমার ওপর যে আস্থা রেখেছে, তার প্রতিদান আমি কাজের মাধ্যমে দিতে চাই। মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের তৃণমূল পর্যায়কে সুসংগঠিত করে আমরা মেহেরপুর-১ আসনে মাসুদ অরুনের ধানের শীষকে জয়যুক্ত করতে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে মাঠে থাকব।”

নির্বাচনী প্রচারণায় হিমেলের অন্তর্ভুক্তি স্থানীয় ছাত্রদল ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। তারা মনে করছেন, হিমেল ও মান্নার মতো মাঠের লড়াকু সৈনিকের নেতৃত্বে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করা সহজ হবে।

স্বৈরাচার ঠেকাতে, পরিবর্তনের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকলে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়, তা হলো তিনি একাধারে সংসদ নেতা হয়ে যান, মন্ত্রিসভার

নেতা হন, সরকারপ্রধান হন, রাষ্ট্রপতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেন, এমনকি বিচার বিভাগের ওপরও প্রভাব খাটান। ফলে বিচার বিভাগও তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এর কারণে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আইন পাস করা যায় না, কোনো অর্থবিল পাস করা যায় না, কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এছাড়াও তাঁর আদেশের বাইরে গিয়ে পুলিশ প্রশাসন কাজ করে না, নির্বাচন কমিশন কাজ করে না, দুদকও কাজ করতে পারে না।

যেহেতু আমাদের দেশের ক্ষমতার ভারসাম্য দরকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা দরকার, এজন্য আমরা একটি জাতীয় মুক্তির পথ বের করেছি।

তিনি আরও বলেন, এই মুক্তির পথের মধ্যে যা রয়েছে তা হলো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কিছুটা কমিয়ে বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া, সংসদকে স্বাধীনভাবে কাজ করার একটি পথ তৈরি করা। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, আইন কমিশন ইত্যাদি যে কমিশনগুলো আছে, সেগুলোতে সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে।

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আয়োজনে আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর সদর উপজেলার খড়ের মাঠ আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারের উদ্বোধনী মতবিনিময় সভায় এ সকল কথা বলেন তিনি।

তিরি আরো বলেন, আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় দুইটি সমস্যা হলো আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল। রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের বিপরীতে তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারে না, ফলে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ইচ্ছাকেই বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হয়। আরেকটি বড় সমস্যা হলো আমাদের প্রশাসন এত বেশি স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন যে, আমরা যদি বিচার বিভাগ ও সংসদকে আলাদা করতে না পারি, তাহলে ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর পিএস যেকোনো মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা সচিবের থেকেও বড় হয়ে যায়।

এই কুফলগুলো আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। বাংলাদেশকে এই কুফলগুলো থেকে মুক্ত করতে হলে সংস্কারের পক্ষে আমাদের ‘হ্যাঁ’ বলতে হবে। আমরা যে ক্ষমতার কেন্দ্রভূতকরণ দেখেছি, তার ফলাফল হিসেবে প্রধানমন্ত্রী যেই হন, তিনিই স্বৈরাচার হয়ে যান। এই ৫৪ বছরে আমরা একাধিক স্বৈরাচার দেখেছি।

ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী যেন আবারও স্বৈরাচার হয়ে উঠতে না পারে, সে

জন্য আমাদের এগিয়ে এসে পরিবর্তনের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে।

মতবিনিময় সভার আগে আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারে ফলক উন্মোচন করা হয়।

পরে বেলুন উড্ডয়ন, বৃক্ষরোপণ, স্পেসালাইজড আইসিটি ট্রেনিং ফর কলেজ টিচার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (প্রশাসন ও কারিগরি) (যুগ্ম সচিব) সদস্য মোহাম্মদ সাইফুল হাসানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) মনির হায়দার, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন, জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির ও পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।